9-5-1952

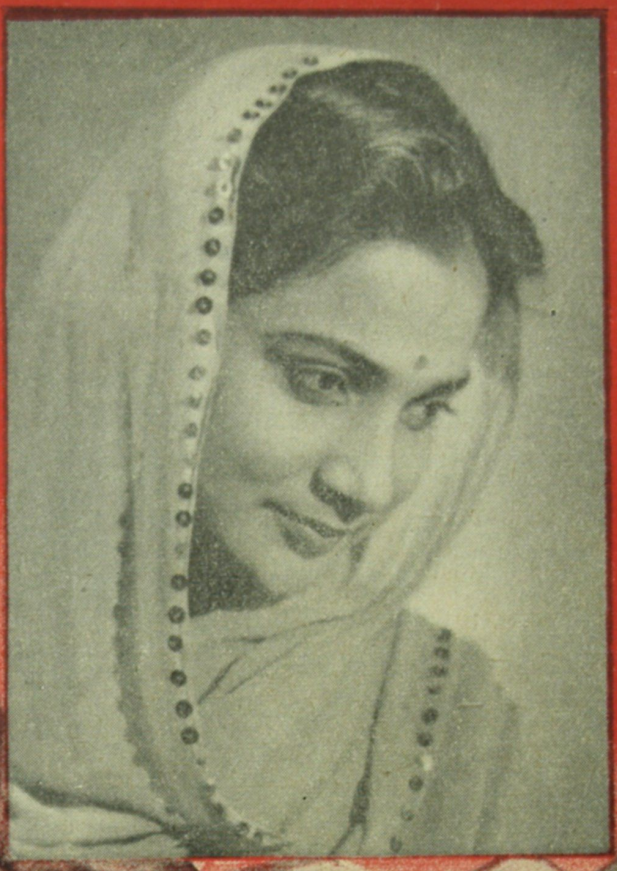

ন্যাশনাল ফিল্মস্-এর

সহসা

রূপায়নে

অভি, মনোরঞ্জন, ভানু, মঞ্জু দে, বনানী, ইন্দিরা, ফণী রায়, লীলাবতী, নবদ্বীপ, কালী সরকার, মনোরমা (ছোট), ৺অহি সান্যাল, প্রীতি মজুমদার, কল্পনা সরকার, সুধী প্রধান, মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, রাণু সরকার, সমীর, সুশীল মাষ্টার বিভু ও অন্যান্য।

কাহিনী ও সংলাপ :— সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও শিল্পনির্দ্দেশনা :— সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা :— অধীর বসু : সুশান্ত পাঠক

সুর সংযোজনা :— হরিপ্রসন্ন দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা :— অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা :— রাসবিহারী সিংহ

আলোক চিত্রায়ন :— নির্ম্মল দে : কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শব্দযন্ত্রী :— বাণী দত্ত : তপন সিংহ

আলোক সম্পাত :— হরেণ গাঙ্গুলী : সামন্ত

নেপথ্য সঙ্গীত :— সুচিত্রা মিত্র, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস ও মঞ্জু গুপ্তা

—: সহকারী :—

পরিচালনায় :— বীরেন্দ্র ভঞ্জ

চিত্র শিল্পে :— গোরা মল্লিক

শব্দযন্ত্রী :— ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় : তপন সান্যাল

ব্যবস্থাপনায় :— সুখরঞ্জন চক্রবর্ত্তী : রুণু রায়

সেট নির্ম্মান :— বেনারসী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :— মহারাজ কুমার সীতাংশু আচার্য্য
মহারাজ কুমার স্নেহাংশু আচার্য্য
রামকৃষ্ণ আশ্রম (টালিগঞ্জ)

—ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স পরিবেশিত—

সংক্ষেপিত কাহিনী

সমাজ জীবনে আমাদের রয়েছে কত বন্ধন—কত কর্ত্তব্য। কিন্তু সেদিকে দৃকপাত না করে ভাবাবেগে বিচলিত হ'লে ন্যায়ধর্ম্ম পালনেও অশান্তির ঝড় দেখা দিতে পারে—যে বিপর্য্যয়ের জের হয়তো চলে সারাজীবন ধরে। একদিনের সামান্য উচ্ছ্বাস টেনে আনে অসীম দুঃখ, অশেষ গ্লানি!

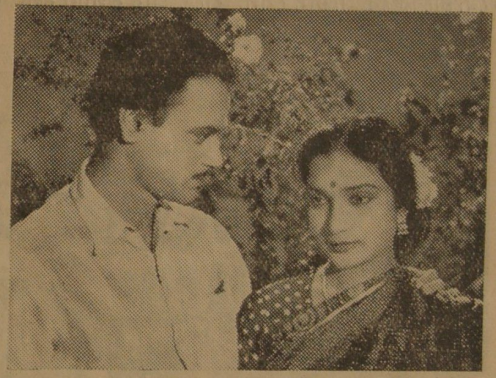

মহেশপুরের বিপত্নীক জমিদার তারাকিঙ্করের একমাত্র পুত্র অশোকের জীবনেও এসেছিল তেমনি উচ্ছ্বাসময় মুহূর্ত্ত—সেই মুহূর্ত্তে যাকে সে জেনেছিল ন্যায়, ভেবেছিল কর্ত্তব্য বলে, তারই জন্যে অশান্তি আর অনুশোচনার মধ্যেই তার সারা জীবন কেটেছিল!

তখন সে হোষ্টেলে থাকতো—পড়তো পোষ্ট গ্রেজুয়েটে। তার বুকে ছিল নবীন আশা—চোখে ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন। তার আদর্শ—সঙ্কীর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গেচুরে বিবেককে আশ্রয় করে চলা। সে চায় কথা ও কাজের সামঞ্জস্য!

সেদিনের হোষ্টেলের পাশের বাড়ীতে বিয়ের শাঁখ বেজে উঠল। যৌবনসুলভ চাঞ্চল্য দেখা দিল ছাত্রদলে। অধীর উৎসাহে তারা দেখ্‌ল বরের আগমন! কিন্তু একি! বর তো নয় যেন গঙ্গাযাত্রী! তারুণ্য বিদ্রোহ করল। অশোকের নেতৃত্বে ছাত্রদল বুড়োর বিয়ে দিল ভেঙে। কনের মামা নিরুপায় হ'য়ে বল্‌ল, "বিয়ে তো ভেঙে দিলে বাবা কিন্তু এই মেয়েকে তো আর কেউ বিয়ে করবে না—মলিনার যে গায়ে হলুদ হ'য়ে গেছে।"

সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এল অশোক—উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সে মলিনাকে বিয়ে করল।

বউ নিয়ে হোষ্টেলে থাকা যায় না। লেকের দিকে ফ্ল্যাটে উঠ্‌ল সে। সেখান থেকেই পড়াশুনা করে। তার এই বিয়ে, ও আস্তানা বদলের সংবাদ অবশ্য বাপের কানে পৌছুল না।

মলিনার আগ্রহাতিশয্যে অশোক বাড়ী যায়। কিন্তু বাবাকে সে বল্‌তে পারে না। কে যেন তার কণ্ঠ চেপে ধরে। বিয়ের কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে পিসিমাকে জানাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পিসিমার মুখে পিতার মনোভাবের যে আভাস পেল, তাতে আর কথাটা বলা হ'লনা।

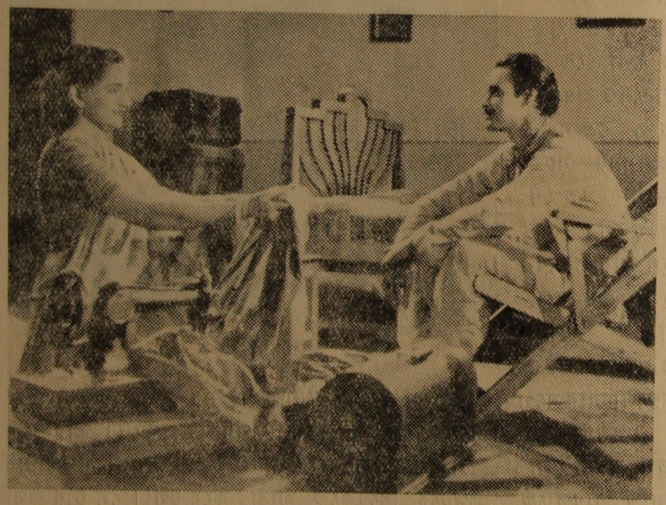

উদ্বেগ ও দ্বিধায় দিন কাটে—মাসের পর মাস পেরিয়ে বছর ঘুরে আসে —আসে মলিনার ক্রোড়ে একটি হাসিমাখা মুখ। অশোকের এই ছেলে হওয়ার সংবাদ একদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই বাপের কানে গেল।

বাপ তো রেগে আগুন। রক্ষণশীল জমিদার। বনিয়াদী মান ইজ্জতের চেয়ে অপত্যস্নেহের প্রাবল্য তিনি স্বীকার করেন না। তাই কূটচক্রী নায়েবের পরামর্শে তিনি অশোককে অসুখের অজুহাতে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে এলেন এবং বাধ্য করলেন উমানন্দ রায়ের মেয়েকে বিয়ে করতে।

এদিকে অশোকের অনুপস্থিতির সুযোগে নায়েব মলিনাকে জানিয়ে দিল অশোকের বিয়ের কথা। সে আরও বল্‌ল যে অশোক আর কোন দিন ফিরবে না।

মলিনা ভুল বুঝল অশোককে। লজ্জা ও অভিমানে সে ঝড়ের রাতে ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা সুরু করল। ঘন দুর্যোগের রাত—শিশু-ক্রোড়ে ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। ঘন অন্ধকারের বুক চিরে বিদ্যুতালোক! মোটরের ধাক্কা খেতে খেতে সে বেঁচে গেল—আশ্রয় মিল্‌লো ধনী আরোহিণী সুচন্দ্রার গৃহে।

সুচন্দ্রা ওকে আপন করে নিল। কিন্তু এই স্নেহাশ্রয়ও তার ঘুচে গেল একদিন। সুচন্দ্রার স্বামী লম্পট। লাঞ্ছনা ও অপমানে মলিনাকে আবার পথে বেরুতে হ'ল। এবার সে জলে ডুবতে যায়—বুকের শিশু কেঁদে ওঠে। সে বানন্দ স্বামী এসে ওকে তুলে ধরেন·····

·····অশোক ফিরে আসে তার ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাট শূন্য। মলিনা নেই—কেউ জানে না কোথায় গেছে সে--অশোক তাকে খুঁজে খুঁজে ফেরে।

দার্জ্জিলিংয়ের নারী কর্ম্মমন্দিরে এসে মমতাময়ী মৈত্রেয়ীর স্নেহলাভ করে মলিনা নিজেকে ডুবিয়ে দিল আশ্রমের নানা কাজে। এই আশ্রমেই সে ফিরে পেলে নূতন জীবন। অতীত তার কাছে আজ মৃত। আশ্রম আর শিশুপুত্র নিয়েই বয়ে চলে মলিনার জীবন।

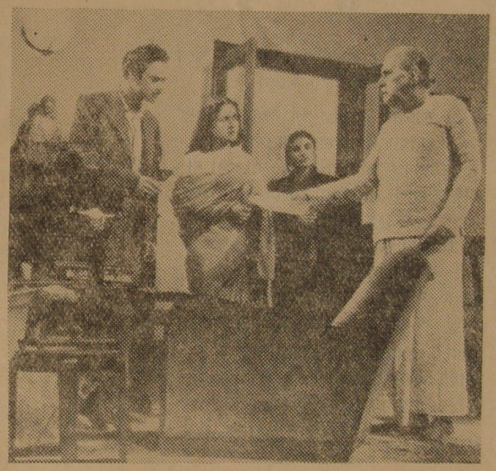

দার্জ্জিলিংয়ের পাহাড় ঘেরা শান্ত স্নিগ্ধ শান্তিনীড়েও আবার একদিন দেখা দিল বিদ্যুতের চকিত-চমক। নব আলোচ্ছটা আনে মলিনার মনে নব-আশার দ্যুতি। সে আলোক না মায়া? তার লোভ কি দুঃসহ? সে দুর্বার? কিন্তু মলিনার ললাট লিখন?

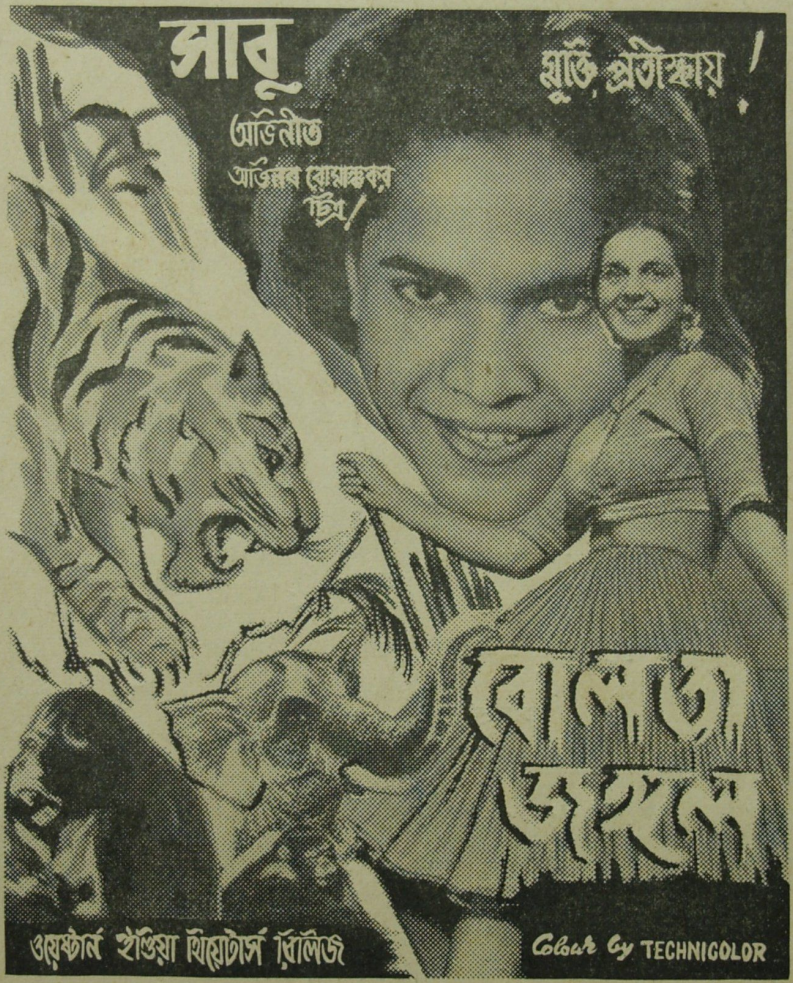

স্বস্তিকা প্রেস লিঃ, কলিকাতা ১৩